# প্রবহমান বাংলাচর্চা

## নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tara.
Mahavidyalaya
Bagdogra

সম্পাদক
সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদকমণ্ডলী
অধ্যাপিকা অপর্ণা রায় • অধ্যাপিকা মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক তপন মণ্ডল • অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম
অধ্যাপক দীপঙ্কর মল্লিক • অধ্যাপক শুভঙ্কর রায় • অধ্যাপক সাইফুল্লা

# PRABAHAMAN BANGLACHARCHA 3

A collection of Peer-Reviewed Research Articles presented in the fourth International Seminar at Malda College (P. G. Section)

Published on 5th January 2019

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

ISBN : 978-81-93795-41-5

© PRABAHAMAN BANGLACHARCHA

Rs. 750/-

Published by 'Prabahaman Banglacharcha'
Beharapara, Baruipur, Kolkata – 700144
Website : kolpbc.blogspot.com
e-mail : kolpbc@gmail.com

প্রবহমান বাংলাচর্চা ৩

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

মালদা কলেজ (পি. জি.)-এ আয়োজিত

'প্রবহমান বাংলাচর্চা'র চতুর্থ আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত

বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

প্রথম প্রকাশ : ৫ জানুয়ারি, ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব : প্রবহমান বাংলাচর্চা

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ : অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

মূল্য : ৭৫০ টাকা মাত্র

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের নিজস্বতা ৪৬৭
*ছন্দা ঘোষ*
বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পে রোমান্স ও কল্পইতিহাসের মিশেল- ৪৭৪
*অরিন্দম ঘোষ*
গৃহবধূর ইতিকথা 'বউ' মানিক বন্দোপাধ্যায়ের : সিরিজের গল্প ৪৮৪
*শকুন্তলা দাস*
প্রেমের বর্ণময়তায় বনফুলের ছোটোগল্প (নির্বাচিত) ৪৯২
*সুচিত্রা স্বর্ণকার*
মানবিকতাবোধের আলোকে বনফুলের ছোটোগল্প ৪৯৮
*মহাদেব মণ্ডল*
প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি গল্প : মহানগর চেতনার একটি অধ্যায় ৫০৪
*দুরন্ত মণ্ডল*
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে চরিত্রের বহুমুখিতা ৫১০
*নবনীতা বৈদ্য*
সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্পে -'বিহার'কথা ৫২০
*বিপ্লব কুমার মণ্ডল*
আশাপূর্ণার গল্প : নারীর আত্মানুসন্ধান ৫২৭
*কেয়া মুস্তাফী*
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে কথকতা ৫৩১
*কল্যাণ বর্মণ*
মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে তপোবিজয় ঘোষের গল্প ৫৩৯
*মোনাব মণ্ডল*
অনিল ঘড়াই-এর ছোটগল্প : অন্ত্যজ সমাজের জীবনকথা ৫৪৭
*দিলীপ হাজরা*
অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্প : প্রান্তিক মানুষদের জীবন আলেখ্য ৫৫৬
*দীপঙ্কর দাস*
সাধারণ মানুষের জীবনের দলিল : প্রসঙ্গ স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্প ৫৬৩
*চৈতালী দাস*
নলিনী বেরার ছোটোগল্প স্মৃতিকথার চলন : ৫৬৯
*মোনালিসা ঘোষ*
দিন বদলে মধ্যবিত্ত জীবনকথা : প্রসঙ্গ আবু ইসহাকের ছোটোগল্প ৫৭৬
*মানিকলাল সাহা*

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

# অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্প : প্রান্তিক মানুষদের জীবন আলেখ্য

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

দীপঙ্কর দাস

মানবদরদী লেখক অনিল ঘড়াই প্রধানত অন্ত্যজ জীবনের রূপকার। যাঁর আবির্ভাব উচ্চকিত প্রাতিষ্ঠানিক আড়ম্বরে নয়। যিনি নিজের খরস্রোতা শাণিত কলম দিয়ে জীবনের পাথর কেটে কেটে সমুদ্রে মিশে গিয়েছেন। অনিল ঘড়াই ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মেদিনীপুরের রুক্মিণীপুর (এগরা থানার অন্তর্গত) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অভিমন্যু ঘড়াই, মায়ের নাম তিলোত্তমা। ছোটোবেলা থেকে কষ্টের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে তিনি বড়ো হয়েছেন। লেখকের 'সখের বাগান ও শীতের রাত' আত্মকথনে ব্যক্তিজীবনের নানা প্রসঙ্গ জানা যায়। সাহিত্য যে মানবতার কথা বলে তারই তিনি উপাসক।

অনিল ঘড়াইয়ের লেখার মূল অবলম্বন নিম্নবর্গের মানুষ। সমাজের হতভাগা মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে তাদের ভাষা তুলে এনেছেন শাণিত কলমে। বিশ শতকে যাঁরা গল্প লিখছেন তাদের গল্পে মধ্যবিত্ত মানুষ থেকে বিত্তহীন, আশ্রয়হীন, উপজাতি আদিবাসী, ভিখারী, খেতমজুর, দিনখাটা অসহায় মানুষের কথা মুখ্য হয়ে উঠেছে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র, আফসার আমেদ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সৈকত রক্ষিত, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, কিন্নর রায়, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর এবং অবশ্যই অনিল ঘড়াই প্রমুখের লেখায় প্রান্তিক মানুষের কথা শোনা যায়। বিশ শতকের আশি ও নব্বই দশকে অনিল ঘড়াইয়ের গল্পের সুবর্ণযুগ। নিম্নবর্গীয় দলিত মানুষ, গ্রামীণ জীবন, আদিবাসী সমাজ তাঁর গল্পে প্রধান হয়ে উঠেছে।

অনিল ঘড়াই নিজে একজন অন্ত্যজ সমাজের মানুষ। 'সখের বাগান ও শীতের রাত' আত্মকথনে যে কথা বলেছেন তাঁর জীবনবীক্ষায় খুবই মূল্যবান—

> "দরিদ্রতার মধ্যে যারা বেড়ে ওঠে তাদের গায়ে কষ্টের শ্যাওলা জমে থাকে। শ্যাওলাহীন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। বিলাসিতার ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠিনি বলেই হয়তো আমার সবটা এখনও তাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই তথাকথিত সাফিস্টিকেটেড মানুষ যাদের বলা হয় তাদের নিয়ে এখনও লিখতে পারিনি; এটা আমার অক্ষমতা। আর এই অক্ষমতাকে সম্বল করে আমার চরিত্রেরা আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে, আমাকে সাহস প্রদান করে।"[১]

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra



অনিল ঘড়াই নিম্নবর্গীয় মানুষের কথাকার। তাঁর গল্পে খুঁজে পাওয়া যায় হাতিড়, ময়না, ফড়িং, জার্মান, মুচি, মেথরের মতো না খেতে পাওয়া মানুষদের। গল্পের ভাষা, চরিত্র, কাহিনি, নামকরণের শিরায় শিরায় পরিলক্ষিত হয় অন্ত্যজ মানুষের কথা। তাঁর কাকমারা, জার্মানের মা, বীজ, পরিযান, নুনা সামাড়ের গল্প, বিলভাত, কুঠ, ভোটবুড়া, খোয়ার, উরাংগাড়া ইত্যাদি গল্পে রয়েছে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-আলেখ্য। এছাড়াও আরও অনেক গল্প আছে। তাঁর গল্পগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে নিম্নবর্গীয় মানুষদের বিচিত্র জীবন ধারণের অনাবিষ্কৃত খবর। অনিল ঘড়াই প্রসঙ্গে 'পড়ুয়ার ছোটগল্প' গ্রন্থে তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> "চারিদিকে এত ভিড়, এত কোলাহল মানুষের, তবু যেন মানুষ নেই। পায়ের নিচে সরে যাচ্ছে জমি, মাথার উপর হারিয়ে যাচ্ছে আকাশ। তারই মধ্যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মর্যাদা কেউ কেউ ঘোষণা করতে চায়। অখ্যাত কুশীলবদের ভাঙা-চোরা জগতেই এদের খুঁজেছেন অনিল।"[২]

'কাকমারা' গল্পটি অনিল ঘড়াইয়ের অন্যতম গল্প। গল্পের নামকরণে বুঝতে পারা যায় গল্পটি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে বেড়ানো অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের করুণ বেদনামিশ্রিত কাহিনি রয়েছে গল্পটিতে। ভিক্ষাস্বর কাক মেরে বেড়ায়, ঘরে আছে তার অসুস্থ বাবা। মরার আগে কাকের মাংস খাবার স্বাদ তার বাবার। তারা গরীব। ভালো মাংস কিনে খাবার পয়সা নেই। ভিক্ষাস্বর তার বাবার ইচ্ছে পূরণের জন্য বউ পার্বতীকে মহাজনের কাছে বন্ধক দেয়। ভিক্ষাস্বরের মাকে তার বাবা বন্ধক দিয়েছে। অন্ত্যজ সমাজে বউ বন্ধক প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পটিতে। চাউল চাপটি আর পেটের খিদের জন্য অসহায় মানুষ বউকে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয় তার দৃষ্টান্ত এই গল্পটি। মহাজনের কাছে টাকা শোধ দেওয়ার জন্য ভিক্ষাস্বর যায়। টাকা দিয়ে সে বউকে নিয়ে আসবে। কিন্তু ভিক্ষাস্বর লক্ষ করে যে পার্বতী সন্তানসম্ভবা। মহাজন ব্যঙ্গ করে জানায় বউ ভিক্ষাস্বরের, কিন্তু বাচ্চা তার। এই কথায় তার রাগ চরমে ওঠে। সে ধারাল কাস্তে মহাজনের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে পার্বতীকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। গল্পটিতে বাংলার গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে বেড়ানো অচ্ছুৎ অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য, ভীতি ও ঘৃণা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। সামান্য খাবারের আশায় ও বাবার ইচ্ছে পূরণের জন্য সে বউ পার্বতীকে বন্ধক দিয়েছে। মহাজনের নিষ্ঠুরতা, অমানবিক পাশবিক ব্যবহারের ছবি ফুটে উঠেছে গল্পটিতে।

অনিল ঘড়াইয়ের আর একটি অন্যতম গল্প 'জার্মানের মা'। এই গল্পে আছে খেতে না-পাওয়া রম্ভা ধাইয়ের কথা— যে ঝাড়ফুঁক করে কষ্টে দিন কাটায়। দলিত মানুষদের চিকিৎসার জন্য নার্সিংহোম বা হাসপাতাল নেই— ঝাড়ফুঁক করা কবিরাজী চিকিৎসা যাদের সম্বল অনিল ঘড়াই, এইসব মানুষদের চিত্র খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra



জার্মানের মা রম্ভাধাই জাতে মুচি হলেও গল্পকার তাকে মানবিকতার উচ্চ আসনে তুলে এনেছেন।

জার্মানের মা রম্ভাধাই সন্তান প্রসবে সাহায্য করে বেড়ায়, সে স্নেহবৎসল। তার ছেলের নাম জার্মান। এই গল্পে দেখিয়েছেন ধাইবিদ্যে জানা রম্ভাধাইয়ের জীবন সংকট। একদিকে যেমন মানুষ সচেতন হয়ে সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালমুখী হচ্ছে। অন্যদিক থেকে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ধাইরা জীবিকা নির্বাহের সংকটে পড়ে যাচ্ছে। নিম্নবর্গের অবহেলিত মানুষের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন অনিল ঘড়াই। ধাইগিরির সংসার চালানোর সংকটের বিষয়টি গল্পে উঠে এসেছে—

> "লোকে ডাকে তাকে রম্ভাধাই বলে। ধাইবিদ্যেয় আজকাল আর পেট ভরে না। ব্যথা উঠলে জল ভাঙতে সবাই এখন হাসপাতালে ছোটে। রম্ভাধাই কাঁধের গোড়ায় উঠে এসে হাপুস চোখে দেখে। সময়টা তার মোটে ভাল যাচ্ছে না। তার এক চিলতে জমি জিরেত নেই, ঐ বিদ্যেটুকু ভরসা। সে বিদ্যেয় এখন পচন ধরেছে, তাই এই সুখের মরশুমেও পেটটা বড় গুলায়। গা চটকে কৃমিজল উঠে টাগরায়।"[৩]

জার্মানের যখন বারো বছর বয়স তখন তার বাবা মারা যায়। সংসার চালানোর জন্য জার্মান পলেকড়ির গরু চরানোর দায়িত্ব নেয়। সঙ্গে খাওয়া দাওয়া মিলে দশ টাকা। জার্মানের বাবার নাম ছিল ফড়িং। সে ভূমিহীন কৃষক। কলকাতা থেকে মন্ত্রী এসে পাট্টা দান করেছে। ফড়িং এর ভাগে পড়েছে ছয় কাঠা জমিন এবং সে জমিন ছিল ঘোষেদের। গ্রামের ভূস্বামীরা ছোটো ছোটো কৃষকদের বঞ্চিত করতে চায়। আর যদি না পায় তাহলে খুনের পথ বেছে নেয়। গ্রামের হারা ঘোষ জার্মানের বাবাকে খুন করেছে। রম্ভাধাই অভিশাপ দেয় হারা ঘোষকে। গল্পে দেখা যায় হারা ঘোষের বউ যখন সন্তানসম্ভবা অসুস্থ বউকে বাঁচাতে রম্ভাধাই তার কাছে ছুটে যায়। বাবার খুনির কাছে জার্মান যেতে বাধা দিয়েছিল। রম্ভাধাইও প্রথমে যেতে চায়নি। কিন্তু যেতে হল মানবতার খাতিরে। রম্ভাধাই যেন মানবতার পূজারী। সে শত্রুতা ভুলে কর্তব্যকে বড়ো মনে করেছে। গল্পের শেষে দেখা যায় হারা ঘোষ জমির পাট্টা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে রম্ভাধাইকে। কিন্তু সে পাট্টা ফিরিয়ে নেয়নি। জার্মান তার মাকে বলে—"আজ তুই আমার কাছে মাটির ঢেলা। যার শরীরে রাগ নেই, ঘেন্না নেই সে মাটির ঢেলা ছাড়া আর কী হয়?"[৪] স্বামীহীনা এক অসহায় নারী ছেলেকে নিয়ে বাঁচার জন্য একাই লড়াই করেছে। বিপদের সময় বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কেউ পাশে দাঁড়ায়নি। লড়াকু মানসিকতা নিয়ে রম্ভাধাই এগিয়ে গিয়ে নারীশক্তির জয়ধ্বনি করেছে।

'বিলভাত' গল্পটি লেখকের একটি অনবদ্য গল্প। গল্পে তিনি দেখিয়েছেন বাদলা, দাশু, পুতলির জীবন কাহিনি দিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের জান্তব কষ্ট। নিম্নবর্গের ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা কীভাবে পশুর ক্ষুধাকে হার মানায় 'বিলভাত' গল্পটি তার উদাহরণ। 'বিলভাত' হল কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর আত্মার শান্তি কামনার জন্য শ্রাদ্ধের উচ্ছিষ্ট

ভাত। গল্পের অন্যতম দুটি চরিত্র বাদলা ও পুতলি। তারা নিচু জাত বলে চায়ের দোকানে তাদের জন্য আলাদা কাপ বরাদ্দ থাকে। বাদলা নিচু জাত তাই দাশু উঁচু করে তাকে জল দেয়। কোনো বড়ো পার্টি নয় কিংবা বড়ো অনুষ্ঠান নয়, অনিল ঘড়াইয়ের প্রান্তিক মানুষেরা শ্রাদ্ধের খাবার পেলেই খুশি হয়। তারা স্বপ্ন দেখে দুবেলা দুটো ভাত খাওয়ার গল্পের বর্ণনায়—

> "শ্রাদ্ধবাড়ির খাওয়া মানে পেটপুরে খাওয়া। বাদলা তা জানে। আর জানে বলেই নড়েচড়ে বসে। ঘন-ঘন দম দেয় বিড়িতে। তার পা দুটো অনবরত দোলে।"[৫]

বাদলা খাবারের আশায় লঙ্গরখানায় গিয়েছে, সেখানে বঞ্চনার শিকার হয়েছে সে। গণেশ তাকে মেরে খেদিয়ে দিয়েছে। বাদলার জীবনে কেউ নেই, বউ পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছে। ভিটেটা গণেশ বাবুর কাছে বাঁধা আছে, পুতলি ও বাদলার জীবনের ঘটনা এক হয়ে মিশে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। পুতলিও ঘরছাড়া। তার কথায় জানা যায় সে বড়ো ঘরের মেয়ে ছিল। কয়লা ধরতে গিয়ে তার স্বামী ইঞ্জিনের তলায় মারা যায়; সে জন্য শাশুড়ি তাকে অপয়া বলে বের করে দেয়। মানুষের বাড়িতে ঝিগিরি করে ভিক্ষা করে দিন কাটিয়েছে। তার যৌবনবতী শরীরটা এখন কাল হয়েছে।

এক মুঠো খাবারের জন্য কীভাবে মানুষ ওত পেতে থাকে, কত নিম্নমানের কাজ করতে পারে অনিল ঘড়াইয়ের গল্পে তার হদিশ রয়েছে। কুকুরের সঙ্গে মানুষের একপাতে ভাত দখলের লড়াই উক্ত গল্পে দেখতে পাওয়া যায়। প্রান্তিক মানুষ বাদলার যেন বিলভাতে একমাত্র অধিকার। লেখকের বর্ণনায় প্রান্তিক মানুষের ক্ষুধার পরিচয় উঠে এসেছে—

> "গতবার পটাই মোড়লের বিলভাত খেতে এসে অন্নের জন্য বেঁচে গিয়েছে। বিলপাড়ে পটাই মোড়লের পোষা কুকুরটা ভূতের মত তাকে ভাত খেতে দেখে ছুটে গিয়েছিল আক্রোশে। বাদলা কোনক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে নইলে ছিঁড়ে ফেলত কুকুরটা।"[৬]

'বিলভাত' গল্পটি সম্পর্কে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'পড়ুয়ার ছোটগল্প' গ্রন্থে যে মন্তব্যটি করেছেন সেটি খুবই উল্লেখযোগ্য—

> "বিলভাত গল্পে এইসব নিরন্ন মানুষেরা ভিন্ন নামে নিয়ে এসেছে যেন সেই ক্ষুধা, সেই যৌনতার অন্তর্বয়ান। বাদলা, পুতলি ও তাদের ঘিরে থাকা অনাবাদী গ্রামের রুক্ষ ও নিষ্করুণ নিসর্গ গল্পকৃতির অবলম্বন। স্বভাবত এর ভাষা লোকায়তের শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ নিয়ে উপস্থিত। ক্ষুৎকাতরতা নিয়ে কোনও কাব্য হয় না। ক্ষুধার্ত মানুষের জান্তব কষ্ট নিয়ে 'গল্প'ও কি বানানো চলে! কিন্তু সেই সব প্রান্তিক মানুষ-মানুষীর ক্ষুধা কীভাবে ছদ্মবেশী শেয়াল-হায়েনাদের ইতরতার কাছে গৌণ হয়ে পড়ে সেই বৃত্তান্ত অবশ্যই ছোটগল্পের সার্থক আধেয় হতে পারে। 'বিলভাত' এর [illegible] বিশেষত অন্তিম চারটি অনুচ্ছেদে বয়ান এমনভাবে বাঁক নিয়েছে যে বাদলা পুতলি

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
Bagdogra

ক্ষুধা ও যৌনতার সর্বগ্রাসী বাস্তবও হয়ে পড়েছে বাস্তবের উদ্বৃত্ত পরিসরে পৌঁছানোর আবশ্যিক সোপানমাত্র।"[৭]

প্রান্তীয় মানুষদের চরম লাঞ্ছনার কথা তুলে ধরেছেন অনিল ঘড়াই। ভাগাড়ে প্রাপ্ত গরু মহিষের ছাল ছাড়িয়ে যারা দিন যাপন করে তাদের জীবনযাত্রার নিখুঁত নিটোল ছবি জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে 'চরণ' গল্পে। অনিল ঘড়াই সমাজকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমাজের কোনো জীবিকার মানুষকে বাদ দেননি তাঁর গল্প থেকে। আদিবাসী, ভিখারী, মুচি, দিনমজুর শুধু এদেরই তুলে ধরেননি, তিনি তুলে ধরেছেন নিচু কর্মকারদের, যারা ভাগাড়ে গরু মইষের ছাল ছাড়িয়ে দিনযাপন করে। 'চরণ' গল্পে চরণ কর্মকার গল্পের নায়ক। সে তিন তিনটে ভাগাড়ে কাজ করে বহু কষ্টে দিন চালায়। সংসার চলে না, উপোস করতে হয়। মাঝে মাঝে নেশা করে হাড়িয়া খেয়ে দিন কাটিয়ে দেয়। খাদ্য তালিকায় থাকে মেটে আলু, গুগলি, বনকচু। চরণের কথায় শোনা যায়—"শুখা পেটে ভাত নেই। ভাতের দেশে ভাতের বড় আকাল। কদিন আর আটা সিজা খেয়ে বাঁচা যায়!"[৮]

মর্মান্তিক অভাবের ছবি ফুটে উঠেছে লেখকের কলমে। চরণের বউ যমুনা সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা। তাকেও চরম অসহায়তার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এইসব অভাব অনটনের মধ্যে রয়েছে মহাজন আতর আলীর দাদনের টাকার তাগাদা। চরণ নিচু জাত বলে সবাই তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, অথচ তার হাতের ধামায় ঠাকুর বাড়ির পূজা হয়। অনিল ঘড়াইয়ের গল্পে বারবার ক্ষুধার প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। মানবিক আবেদন হোক কিংবা প্রেম সম্পর্ক, যাইহোক, সবকিছুর ঊর্ধ্বে ক্ষুধাই হল আসল কথা। 'চরণ' গল্পে চরণ চায় না যমুনার সন্তান হোক কেননা সন্তান জন্ম হলে খাওয়াবে কি, এমনিতে দুজনেরই পেট চলে না। তাই সে ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ নিয়ে যায় গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য। ডাক্তার পচা কুকুরটা রাস্তা থেকে ফেলে দেওয়ার বিনিময়ে ঔষধ দিতে রাজি হয়। অন্যদিকে দাদনের টাকা শোধ না করায় মহাজন আতর আলী তাকে শারীরিক নিগ্রহ করে। তার চামড়া ছাড়ানোর সব যন্ত্রপাতি কেড়ে নেয়। কেননা আতর আলী তাকে গরু মারার জন্য ঔষধ কেনার বিশ টাকা ধার দিয়েছিল। সেই টাকা শোধ না দেওয়ার জন্য স্ত্রী যমুনাকে কেসনগরে মহাজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। পেটের সন্তান খসানোর জন্য এবার চরণকে পঞ্চাশ টাকা দেয়। যে চরণ ভাগাড়ের বিকট গন্ধে কাবু হয় না, এবার সে এই টাকার গন্ধে বমি করতে চায়, গা গুলিয়ে আসে তার। চরণ গন্ধ পায় মহাজন আতর আলীর টাকার। মহাজনকে শকুন মনে হয়। গল্পটিতে দেখা যায় প্রান্তিক সমাজের গরীব বঞ্চিত চর্মকার সম্প্রদায়ের মানুষ চরণ কীভাবে মহাজনের দ্বারা অত্যাচারিত শোষিত হয়েছে।

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

অনিল ঘড়াইয়ের 'জঠরযুদ্ধ' গল্পটিতে আছে ঢাকী দুঃখীরামের কাহিনি। মোড়লের অন্যায়ের ফলে গ্রামের বারোয়ারী পূজার ঢাক বাজানোর কাজ হারায় দুঃখীরাম। দুঃখীরামের চাষের জন্য সামান্যকিছু জমি রয়েছে। সেই জমি নিয়ে গ্রামের মোড়লের সঙ্গে বিবাদ হয়। দুঃখীরামের ছাগল বাবুর ধান খাওয়াতে গদাধর অন্যায়ভাবে ছাগলটাকে মেরে ফেলে। দুঃখীরাম থানায় অভিযোগ করে, গদাধরের পুত্র বীরবলকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। এখান থেকেই গরীব ঢাকীর ওপর শোষণ বঞ্চনা শুরু হয় মোড়লের। দুঃখীরাম কারো কাছে গিয়ে বিচার পায়নি। মোড়ল দুঃখীর পরিবর্তে ভিনগায়ের নতুন ঢাকী গুয়ারামকে বায়না দিয়েছে ঢাক বাজানোর, কিন্তু গুয়ারাম বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে দারিদ্র্য সত্ত্বেও দুঃখীরামকে বাঁচানোর জন্য পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। একজন গরীব আর এক জন গরীবের মর্ম বোঝে একথাটি যেন এই গল্পে সত্যি হয়ে উঠেছে।

'বীজ' গল্পে রয়েছে একজন পরিশ্রমী, সৎ, সংগ্রামী কৃষক গমিয়ার ও স্ত্রী টুনিয়ার খেতের ফসল নিয়ে সংগ্রামী মনোভাব। মাঠ, মাটি ফসল তাদের প্রাণ। গরীব কৃষক গমিয়ার মাঠ ও ফসলকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা; কিন্তু চাষের ক্ষেত্রে মুখিয়া আর সামারু তাদের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে। গমিয়ার নেতৃত্ব সে বিডিও অফিস থেকে উচ্চফলনশীল ধানের বীজ এনেও মুখিয়ার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। গ্রামের মানুষেরা মুখিয়ার কাছ থেকে চড়া সুদে ধান বীজ নিয়ে চাষ আবাদ করে। প্রতিবাদী মানসিকতা নিয়ে সবার বিরোধ সত্ত্বেও সে সেই ধানবীজ দিয়ে চাষ আবাদ করে। গ্রামের সবাই টুনিয়া গমিয়াদের ব্রাত্য করে রাখে। মাঠে ফসল হবার পর সেই ফসল সবার ঈর্ষার উদ্রেক করল। এই দুই নর-নারী অশিক্ষিত, প্রান্তিক মানুষ হলেও তাদের মানসিকতা উন্নত। তাদের যে শিক্ষালব্ধ সচেতনতার প্রয়োজন আছে তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারে। গল্পে জানা যায়—

'গমিয়া' একটা বিড়ি ধরিয়ে অসহায় চোখে তাকাল, আসলে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার বড় অভাব রে। যতদিন না পেটে কালো কালির আঁচড় পড়ছে ততদিন আমাদের এ অবস্থা ঘুচবে না। ওই মুখিয়াগুলোই আমাদের ঠকিয়ে খাবে। ওরা তো রাক্ষস। ওরা মায়াবি, তাই ছল চাতুরির অভাব হয় না।

গমিয়ার কথাকে সমর্থন করল টুনিয়া, আমাদের ছেলে দুটারে পড়াতে হবে। গাঁয়ের ইস্কুলে মাস্টার আসে না, তুমি একবার বেডিও আপিসে বলবে তো।"[৯]

গল্পের শেষে দেখা যায় গমিয়ার ফসলের ফলন দেখে ভয় পেয়ে যায় মুখিয়া। সামারু বুড়ার সাহায্যে তাকে খুন করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু সামারুর কৌশলে মুখিয়া নিজে মারা যায়। প্রান্তিক জীবনের ব্যতিক্রমী নায়ক গমিয়া। সে একজন সচেতন সংগ্রামী মানুষ। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ঠকবাজ, শোষণকারী মানুষের মুখোশ খুলে

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra



দিয়েছে। গমিয়া ও টুনিয়ার সংগ্রাম ব্রাত্য মানুষের সংগ্রামের ব্যতিক্রমী চিত্র বলা যেতে পারে।

অনিল ঘড়াইয়ের আরও অনেক গল্প আছে যেখানে প্রান্তিক মানুষদের ব্যথিত কাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়। 'উরাংগাড়া' গল্পটিতে আদিবাসী রমণী বুদনীর জীবন ও সংগ্রামী মনোভাব ফুটে উঠেছে। 'হেঁসুয়া' গল্পে আছে মহাজনের দাদন আদায়ের অত্যাচারের কাহিনি। 'রক্তবীজ' গল্পে আছে আদিবাসী সমাজের ডাইনি প্রথার নির্মম রূপের পরিচয়। এছাড়াও দোনা, লাউবসন্ত, ভোটবুড়া, লাশখালাস, নুনা সামাড়ের গল্প, বগলাহুট, হণ্ডাগোলামী, খালাসী ইত্যাদি গল্পগুলি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলা যেতে পারে অনিল ঘড়াইয়ের গল্পগুলি আলোচনায় অন্ত্যজ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামী প্রচেষ্টা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, শোষণ-বঞ্চনার চিত্র বিভিন্নভাবে দেদীপ্যমান তাঁর ছোটোগল্পের চরিত্ররা বাস্তবতার মাটিতে পায়চারি করে, তাদের আচার-আচরণ জীবনচর্চা সব কিছুই অন্ত্যজ জীবন থেকে উঠে আসে। ছোটোগল্পের ইতিহাসে এই নতুন সংযোজনে অনিল ঘড়াই স্বতন্ত্র আসনের দাবিদার, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. 'সৃজন' পত্রিকা : অনিল ঘড়াই বিশেষ সংখ্যা, Vol-22 Issue, 2 Octo-Dec 2014, সম্পাদক-লক্ষ্মণ কর্মকার, পৃ. ৩
২. ভট্টাচার্য, তপোধীর : *পড়ুয়ার ছোটগল্প*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, শিলচর, বইমেলা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১২৯
৩. ঘড়াই অনিল : *সেরা পঞ্চাশটি গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৪, জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, পৃ. ১১১
৪. তদেব, পৃ. ১২৪
৫. তদেব, পৃ. ২৩৪
৬. তদেব, পৃ. ২৩৯
৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর : *পড়ুয়ার ছোটগল্প*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ, শিলচর বইমেলা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১২৯
৮. ঘড়াই অনিল : *পরীযান ও অন্যান্য গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৭, বৈশাখ, ১৪২৪, পৃ. ২২৪
৯. তদেব, পৃ. ৮৪